যৌথ শিক্ষক সমিতির ব্লক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এস এস কে ও এম এস কে যৌথ শিক্ষক সমিতির প্রথম বর্ষের ব্লক সম্মেলন হল বেলদার একটি গেস্ট হাউসে। শুক্রবার সম্মেলন শুরুর আগে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে। মিছিল সারা বেলদা পরিক্রমা করে এবং কেন্দ্র সরকারের শিক্ষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদ করা হয়। নারায়ণগড় ব্লকের অধীন এস এস কে ও এম এস কে মিলিয়ে প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন তাদের যৌথ শিক্ষক সমিতির নারায়ণগড় ব্লক প্রথম সম্মেলনে। যেখানে শিক্ষিকাদের উপস্থিতি ছিল দর্শনীয়। উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান মুকুলেশ রহমান বিশ্বাস, রাজ্য নেতৃত্ব কাঞ্চন মন্ডল, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান কাওসার আলি-সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত নেতৃত্বরা সম্মেলন থেকে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির কথা তুলে ধরেন। এই প্রথম বর্ষের সম্মেলন থেকে একটি কমিটি গঠিত হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে। রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব কাঞ্চন মন্ডল জানান, ইতিপূর্বে কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন পদ্ধতি চালু করেছে। নতুন নিয়ম চালু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্মার্টফোন কিনতে বাধ্য করছে। বিভিন্ন ধরণের নিয়ম চালু করে এম এস কে ও এস এস কে বন্ধ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে এই ব্লক সম্মেলনের আয়োজন।

শিক্ষক ও সম্মেলন সংগঠক অনিমেষ সেনাপতি বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে বলেন, এম এস কে ও এস এস কে চালিত শিক্ষকদের পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা দিতে হবে। স্কুলগুলির আপগ্রেডেশন-সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। এম এস কে ও এস এস কে স্কুলের শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবিও তোলা হয় এদিন।

সিপিআই(এম)-এর সাংগঠনিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় এরিয়া সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে দলের গঠন ও কর্মপদ্ধতি রূপায়ণকে সামনে রেখে সম্মেলন সংগঠিত করা হল শুক্রবার। সম্মেলন শুরুর আগে নারায়ণগড় বাজার পরিক্রমা করে মিছিল। সিপিআইএমের নারায়ণগড় পার্টি অফিসের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে বাজার ঘুরে সভাস্থলে এসে শেষ হয়। নারায়ণগড় এরিয়া সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সম্মেলনের শুরুতে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে দলীয় কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাজ্য কমিটির নির্দেশ ক্রমে দলের কমিটিগুলি নতুন রূপ পেয়েছে। জোনাল বা লোকাল কমিটির জায়গায় এরিয়া সাংগঠনিক কমিটি গড়ে উঠেছে। সেই নতুন কমিটির কাজ, কর্মপদ্ধতি কিংবা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কীভাবে কমিটিগুলি কাজ করবে, কেন্দ্র রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানানোর কৌশল ঠিক করতে এই সম্মেলনের আয়োজন বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। এদিন সুকোমল সেন ও দেবেন্দ্র ভক্তা মঞ্চ থেকে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তুলে ধরেন সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব হরেকৃষ্ণ সামন্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক সরকার, অনিল বসু-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হওয়া নারায়ণগড়ের দলীয় কর্মী দেবেন্দ্র ভক্তার স্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয় মঞ্চ থেকে। একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নেতৃত্ব মদন বসু, ভাস্কর দত্ত-সহ অনেকেই। এদিনের সম্মেলন থেকে নারায়ণগড় এরিয়া সাংগঠনিক নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়।

৮ দলের পুরুষ কাবাডি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তাজপুর ঃ তাজপুর সুপারস্টার ক্লাবের নজরুল মেলা উপলক্ষ্যে ৮ দলের ক্লাবভিত্তিক পুরুষ কবাডি খেলা কারবালা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় চ্যাম্পিয়ান মান্দারপুর রানার্স মাজনা। উদ্বোধন করেন ট্রফিদাতা এজাবুল আলি খান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত, খোকন দাস প্রমুখ। ক্লাবের সম্পাদক সেখ আনোয়ার উদ্দিন জানান, আজ থেকে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির অডিশন শুরু হবে।

বালিখাদান কর্মী-গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার রঘুনাথপুর গ্রামে শিলাবতি নদীতে বইধা বালি খাদান-এর কর্মীদের সাথে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষে আহত তিন। বালি খাদানের ৪টি মোটর বাইক ভাঙচুর, বালি তোলা পকল্যান্ড মেসিন ভাঙচুর করায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ যে, বৈধ খাদানের জায়গার বাইরেও বালি কেটে নিচ্ছে। আর ওই খাদানের শ্রমিকরা নদীতে স্নান করতে আসা গ্রামের মহিলাদের কটুক্তি আর আড়াল থেকে মোবাইল ক্যামেরায় লুকিয়ে স্নানের ছবি তোলা। নদীর মাঝখান পর্যন্ত মোরাম দিয়ে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এইসব অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে জানিয়ে আসছিল কিন্তু প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আর এই সবের প্রতিবাদ বালিখাদানের মালিককে বলতে গেলে উল্টে গালিগালাজ, হুমকি দিত গ্রামবাসীদের। এদিন বালির গাড়ির কাদা এলাকার কয়েকজন স্কুল ছাত্রছাত্রীদের গায়ে গিয়ে পড়লে জামাকাপড় খারাপ হয়ে যায়। এরই প্রতিবাদ করতে গেলে গ্রামবাসী ও বালি খাদানের কর্মীদের মধ্যে প্রথমে বচসা পরে সংঘর্ষের চেহারা নেয়। একটি মানুষের যাতায়াতের বাঁশের সেতুতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে গড়বেতা থানার পুলিশ।

সিআরপিএফ-এর সমাজসেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ফুটবলের সিআরপিএফ ১৮৪ নং ব্যাটেলিয়ান টিমের পর সিআরপিএফ ৫০ নং ব্যাটেলিয়ান লালগড়ের গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য আলো, চাষের জল ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করল। এছাড়াও জল সঞ্চয়েক জন্য একটি হাজার লিটার জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের রাস্তাঘাট যাতে আলোকিত থাকতে পারে তার জন্য রাস্তার ধারে চারটি এলিডি লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি কয়েকদিন আগেই সিআরপিএফ-এর উদ্যোগে সকলের সাথে ও পাশে থাকার জন্য ঝাড়খন্ড বর্ডার সংলগ্ন জাম্বনী এলাকার মাঠে এক ফুটবল প্রতিযোগীতার আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। সিআরপিএফ-এর টিম মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোতে খুশি এলাকার মানুষ।

এগরায় পিঠে পুলি মেলা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ শুক্রবার বালিঘাই জগন্নাথ জিউ সেবা সমিতির উদ্যোগে ও এগরা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় সমিতির প্রাঙ্গণে পিঠেপুলি মেলা শুরু হল। পিঠেপুলি মেলার উদ্বোধক পটাশপুরের বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর বলেন, মেলায় এসে আমি খুবই আপ্লুত। গ্রামীণ সংস্কৃতি আবার যেন ফিরে এসেছে। এই মেলা তিনদিন ধরে চলবে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস, এগরা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরতি মুন্ডা, এগরা ২ ব্লকের বিডিও রবীন্দ্রনাথ বারুই। মেলায় ৪০ খানা পিঠেপুলির স্টল রয়েছে। সমিতির সম্পাদক আশীষ ধাওয়া বলেন, গ্রামবাংলার জনজীবনে পিঠেপুলি যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। পিঠেপুলি উৎসবে গ্রামীণ প্রযুক্তিতে তৈরি মা-বোনেদের হাতের শিল্পকলা ও নিপুণতা প্রতিযোগিতার এই আয়োজন। পিঠেপুলি মেলা উপলক্ষ্যে সুভদ্রা নামে স্মরণিকা প্রকাশও হল। পিঠেপুলি মেলা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন রয়েছে প্রতিদিন।

শ্রীকন্যা কাপে চ্যাম্পিয়ান জঙ্গলমহল

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ শুক্রবার এগরা হাইস্কুল ময়দানে শ্রীকন্যা কাপের ফাইনাল ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত জাতীয়স্তরের মহিলা খেলোয়াড় ও মহিলা রেফারিদের নিয়ে শ্রীকন্যা কাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল। ফাইনালে জঙ্গলমহল বনাম হাওড়া মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জঙ্গলমহল মহিলা ফুটবল টিম ৬-০ গোলে জয়লাভ করে। চ্যাম্পিয়ান ও রার্নাস দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন পৌরপ্রধান শঙ্কর বেরা ও এগরা মহকুমার এসডিপিও।

ময়নার ঐতিহ্য ময়নাগড় সাজবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ অনেক দিনের প্রতীক্ষার অবসান হল। অবশেষে ময়নার ঐতিহ্য ময়নাগড় এবার নতুনভাবে সেজে উঠবে। অবশেষে হেরিটেজ কমিটি, জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং ময়না পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে নতুনভাবে সেজে উঠতে চলছে ময়নাগড়। শুক্রবার ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় দুইটি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন, ময়নার বিধায়ক ডাঃ সংগ্রাম কুমার দোলই। এই দুইটি প্রকল্প হল, ময়না রাসমঞ্চ থেকে ময়না রাসমন্দির পর্যন্ত খাল খনন এবং মাঝার শরীফ থেকে ময়না রাসমঞ্চ পর্যন্ত খাল খনন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ সাহাজান আলি, ময়না ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বসু, জেলাপরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বিমান পন্ডা, ময়নার রাজপরিবারের পক্ষে সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র-সহ ময়না পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক কর্মাধ্যক্ষগণ। উদ্বোধক সংগ্রাম কুমার দোলই তার বক্তব্যে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়নাগড়কে একটি পর্যটন কেন্দ্র তৈরী করতে হবে। তার জন্য একটি প্রবেশপথ থাকবে এবং একটি বেরোনোর পথ থাকবে। সৌন্দর্যয়ণের জন্য পরিখা সংস্কার, পরিখার দুদিকে ঘাট থাকবে, পার্ক তৈরী হবে। পরিখার নৌকার ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি। এছাড়া রাজপরিবারের দাবি মেনে মন্দিরের সংস্কার, মিউজিয়ামের উন্নতিকরণ করা হবে, এমনই জানালেন সংগ্রামবাবু। রাজপরিবারের পক্ষে সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী থেকে হেরিটেজ, জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং ময়না পঞ্চায়েত সমিতিকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেছেন, এই ধরণের বৃহৎ কাজের মধ্য দিয়ে ময়নাগড়কে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য।

বই-খাতা প্রদান বেহালার শিক্ষকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার কলমা পুকুরিয়ার গ্রামে প্রায় ৩০০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বই খাতা ও গ্রামের দরিদ্র মানুষদের শীতের বস্ত্র বিতরণ করলেন বেহালার এক স্কুল শিক্ষক মানস পাল। মানস বাবু তার নিজের বেতনের টাকা এবং বিভিন্ন মানুষের কাছে সাহায্য নিয়ে বই, খাতা এবং পোশাক নিয়ে ছুটে আসেন জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে। তিনি তার নিজের পুরানো দিনের কষ্টের স্মৃতিকে মনে রেখে সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছায় দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে। তার বেতনের ৭০ শতাংশ টাকা খরচ করেন অন্যের সাহায্যের জন্য। অতীতে তিনি জঙ্গলমহলে কাটিয়েছেন এবং খুব কাছ থেকে এই এলাকার দরিদ্র মানুষের কষ্টকাহিনী দেখেছেন এবং এর জেরে বহু ছাত্রছাত্রীর মেধা থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগাতে পারেনি বরং তা তাদের জীবন থেকে পড়াশোনা থেকে সরে গেছে। তাই তিনি চান যে তারা যাতে পড়াশোনা থেকে হারিয়ে না গিয়ে মানুষের মতো মানুষ হয় তাই তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছেন।

এগরায় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ শুক্রবার এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজের সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সহায়তায় ও এগরা পৌরসভার জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল, পরিবেশ ও স্থিতিশীল উন্নয়ণ বিষয়ক এক সেমিনার। সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় জোর দিয়ে বলেন, যেহেতু প্রকৃতি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সাথে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে তাই প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ে আমাদেরই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। সবাইকে সোচ্চার হতে হবে জীববৈচিত্র্য রক্ষায়। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ সেমিনার শুরু হয়। সেমিনারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন, এগরা কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার তামিলী। উপস্থিত ছিলেন, পৌরসভার চেয়ারম্যান শঙ্কর বেরা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তব্য রাখেন, ড. অমলেশ চৌধুরী, ড. সৌমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ড. অশোককান্তি সান্যাল প্রমুখ গবেষক ও বিজ্ঞানী। এগরা কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং এগরা পৌর এলাকার নাগরিকরা এদিন এই সেমিনারে অংশ নেন। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, এগরা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ মাইতি।

বই প্রকাশ, কবিতা পাঠ ও সাহিত্য আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ লাবণি ও তবু বনসাই পত্রিকার আয়োজনে বইপ্রকাশ, কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হল বেলদাতে। কবি দেবাংশু ঘোষের লেখা ঘুমন্ত বীজের প্রত্নকথা বইটির উদ্বোধন করেন কবি ভবেশ বসু। ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কবি, সাহিত্যিকেরা তাদের গল্প, কবিতা পাঠ করেন। এগরা, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, বেলদা-সহ অন্যান্য এলাকা থেকে আসা কবি সাহিত্যিকেরা উপস্থিত হয়ে বইপ্রকাশ ও সাহিত্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশংসিত হয় দেবাংশু ঘোষের কবিতার বই 'ঘুমন্ত বীজের প্রত্নকথা'। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি ভবেশ বসু, সাহিত্যিক সুনীল মাজি, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, জন্মেঞ্জয় সাহু, গোপাল বসু, পরেশ বেরা, লাবণী পত্রিকার সম্পাদক দেবাংশু ঘোষ, তবু বনসাই পত্রিকার সম্পাদক তপনেশ চন্দ, অনুষ্ঠানের সভাপতি হিমাংশু শেখর ঘোষ-সহ অন্যান্যরা।